মাঠে - ময়দানে

মিশরীয় প্রিমিয়ার লিগের বড় ম্যাচে আল-আসৌটি স্পোর্টকে ১-০ গোলে হারাল আল-আহ্‌লি।

ক্লাব বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে অকল্যান্ড সিটিকে ১-০ গোলে হারাল আল-জাজিরা।

খালিদ-প্লাজাকে নিয়ে চূড়ান্ত অসন্তোষ ইস্টবেঙ্গল শিবিরে

স্টাফ রিপোর্টার: গত বছর আই লিগের ফিরতি ডার্বি ম্যাচে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করার পাশাপাশি লাল-কার্ড দেখে খলনায়ক ইস্টবেঙ্গল স্ট্রাইকার উইলিস প্লাজা। এরপর লাল-হলুদ কর্তারা এবার প্রথমে তাঁকে দলে রাখেননি। কিন্তু কোচ খালিদ জামিলের ইচ্ছায় শেষপর্যন্ত এবার দলে জায়গা পান ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর স্ট্রাইকার উইলিস প্লাজা। কিন্তু এবারও ডার্বি ম্যাচে দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে ফের খলনায়ক প্লাজা। বড় ম্যাচে গোলের সুযোগ নষ্ট করে সমর্থকদের রোষের মুখে পড়েছিলেন প্লাজা। তারপর লাজং এফসি ম্যাচের প্রস্তুতির অনুশীলনের পর মাঠ থেকে বের হতেই প্লাজাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান লাল-হলুদ সমর্থকেরা। তবে শুধু প্লাজা নন, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ক্ষোভ দেখান কোচ খালিদ জামিলকে ঘিরেও। শুধু সমর্থকরা নন, ক্লাব কর্তারাও বেশ চটেছেন খালিদের উপর। আপাতত শনিবার লাজং ম্যাচের অপেক্ষায় ক্লাব কর্তারা। জিততে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন খালিদ জামিল। তা না হলে চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লাল-হলুদ কর্তারা। ক্লাবের একটি মহল মনে করছে, হাতে ম্যাচের সংখ্যা কম। এর পাশাপাশি এবার আই লিগ কার্যত কলকাতা লিগের ভারতীয় সংস্করণ। যেখানে দুটি ডার্বিই ফারাক করে দিতে পারে খেতাব জয়। তাই নতুন কাউকে দায়িত্ব দিলে তাঁর হাতে যেন পর্যাপ্ত সময় থাকে। সেই বক্তব্য রাখেন বেশ কিছু কর্তা। তাই ময়দানের আনাচে-কানাচে শুরু হয়ে গিয়েছে ফিসফাস। তা হলে কি এবারও গতবারের ছবি দেখা যাবে? আবার কি কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়? গতবার ট্রেভর জেমস মরগ্যানকে সরিয়ে আই লিগের শেষ দুটি ম্যাচে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু প্রথম দিনের অনুশীলনে চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল মৃদুলকে। তবু এবার ফের খালিদের পরিবর্তে কোচের নাম হিসাবে শোনা যাচ্ছে মৃদুলের নাম। কোচ পরিবর্তন হবে কি না তা অবশ্য পরে জানা যাবে। তবে লাজং এফসি ম্যাচের আগে ফের সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল কোচ। কারণ বারাসত স্টেডিয়ামে অনুশীলনে চোট পেয়েছেন সুহের। আই লিগ শুরু হওয়ার আগে বারাসত স্টেডিয়ামে অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন ডিফেন্ডার মিচেল। চোট পাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ম্যাচে মাঠের বাইরে সুহের। একে প্লাজার অফ ফর্ম, চার্লসকেও প্রকৃত স্ট্রাইকার বলা যাবে না। এই অবস্থায় কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিককারী সুহের বড় ভরসা ছিলেন খালিদের। তাই লাজং ম্যাচের আগের ফের সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল কোচ। এখন দেখার লাজং এফসি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তির হাওয়া ফিরে আসে কি না।

চার্চিল ম্যাচই ভাবনা বাগান কোচ সঞ্জয়ের

স্টাফ রিপোর্টার: ডার্বি জয়ের রেশ অতীত মোহনবাগান শিবিরে। এবার লক্ষ্য আই লিগ খেতাব জয়। আর সেই লক্ষ্যে অনুশীলনে ব্যস্ত সবুজ-মেরুন শিবির। রবিবার বারাসত স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ আইজল এফসি। গোটা দলের এটাই এখন একমাত্র ফোকাস। কাউকে দেখে বোঝার উপায় নেই এই দলটাই মাত্র কয়েক দিন আগে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে লিগ খেতাব দৌড়ে ফিরে এসেছে। অধিনায়ক সনি নর্ডি তো বটেই কিংসলে, ক্রোমা, শিল্টন পালরাও যেন বেমালুম ভুলে গিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে জয়ের কথা। বরং ডার্বি জয় ভুলে বাগান শিবিরের এখন একটাই লক্ষ্য চার্চিল ব্রাদার্স বধ। চার্চিল ম্যাচের প্রস্তুতির মধ্যে মোহনবাগান অধিনায়ক নর্ডি বলেন, আগে এমন অনেক ডার্বি ম্যাচ জিতেও আই লিগ খেতাব জিততে পারিনি। গতবার শিলিগুড়িতে ফিরতি ডার্বি জিতেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। ডার্বি ম্যাচে জয় পাওয়ার চেয়ে আই লিগ খেতাবটা বেশি জরুরি। লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে ডার্বি জয়টা কেউ মনে রাখবে না। তাই ডার্বি ম্যাচ এখন আমাদের কাছে অতীত। ভাবনায় এখন শুধু চার্চিল ম্যাচ। এদিকে ডার্বি ম্যাচে চোট পাওয়া ডিপান্ডা ডিকার চার্চিল ম্যাচে খেলা অনিশ্চিত। তবু বাগান কোচ সঞ্জয় সেনের লক্ষ্য, ঘরের মাঠে চার্চিলকে হারিয়ে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি লিগ খেতাব দৌড়ে টিকে থাকা। এখন দেখার, চার্চিল ব্রাদার্সকে হারিয়ে মোহনবাগান লিগ খেতাবের দৌড়ে টিকে থাকতে পারে কি না।

জিতে এগোল ইন্ডিপেন্ডেন্টে

বুয়েন্স আয়ার্স, ৭ ডিসেম্বর: কনম্বোল সুদামেরিকানার ফাইনালের প্রথম পর্বে জিতল আর্জেন্টিনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ঘরের মাঠে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিলের ফ্লামেঙ্গোকে। জয়ী দলের হয়ে গোলগুলি করেন এমানুয়েল ও মেজা। অবশ্য রিভারের গোলে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারল না ফ্লামেঙ্গো।

পুরনো ক্লাব নিয়ে বাড়তি আবেগ নেই দেবজিতের

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগের ডার্বি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে মোহনবাগান। তবু তা নিয়ে বাড়তি আবেগ দেখাতে রাজি নন প্রাক্তন মোহনবাগান গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিন বছর মোহনবাগানে ভাল সময় কাটিয়েছি। ওখানে আমার বন্ধুরা আছে। তাই আই লিগ শুরুর আগে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। তবে আমি এখন এটিকের ফুটবলার। তাই আমার লক্ষ্য আইএসএলে ভাল খেলা। গতবারের তুলনায় ভাল পারফরম্যান্স করা। খেতাব ধরে রাখা। মোহনবাগান ছাড়ার পর সমর্থকরা কটূক্তি করেছিলেন বলেও কোনওরকম রাগ, দুঃখ কিংবা অভিমান নেই দেবজিতের। সমর্থকদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাবেন না কি? দেবজিৎ বলেন, সমর্থকরা আমাকে ভালবাসেন বলেই নানা কথা বলেছিল। এটাই স্বাভাবিক। আবার সারাজীবন এক দলে খেলব, এটাও কোনও কথা নয়। আইএসএলে খেলছি বলে বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং করার সুযোগ পেয়েছি। রবি কিন, জর্ডি, বেকারের মতো নামী ফুটবলারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করছি। এর আগে আই লিগে মোহনবাগান, আইএসএলে অন্য দলের হয়ে খেলেছি। এবার এটিকের হয়েই শুধু ভালও খেলতে চাই। বিদেশি গোলরক্ষককে বসিয়ে খেলছেন বলে কোনও অহংকার নেই দেবজিতের। এ প্রসঙ্গে এটিকের গোলরক্ষক বলেন, জুসি তো কিংবদন্তি। দলের গোলকিপার কোচ এবং ফুটবলার। ওর কাছে অনেক কিছু শিখেছি। জানি সেরা দিতে না পারলে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। স্প্যানিশ ঘরানা ছেড়ে নতুন কোচ টেডি শেরিংহ্যামের ব্রিটিশ ঘরানায় মানাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না দেবজিতের। এমনকি প্রবীর দাস ছাড়া দলে সকলে নতুন হলেও বন্ধুত্ব গয়ে উঠতে সময় লাগেনি। এবারের দল সম্পর্কে দেবজিৎ বলেন, রবি কিন, বেকারের মতো ফুটবলাররা দলের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার আইএসএলে শুরুটা ভাল না হলেও, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

অনুষ্টুপকে সঙ্গী করে চক্রব্যূহ ভাঙলেন অভিমন্যু

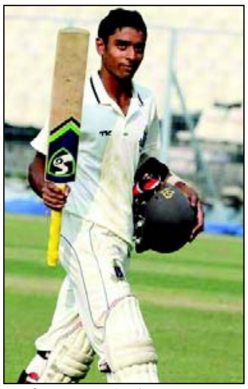

জয়পুর, ৭ ডিসেম্বর: মহাভারতের অভিমন্যু কৌরবদের চক্রব্যূহ ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে গুজরাটি বোলারদের চক্রব্যূহ ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন বাংলার তরুণ ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। উল্টোদিক থেকে তাকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন বর্ষীয়ান অনুষ্টুপ মজুমদারও। এই দুই ব্যাটসম্যানের দুরন্ত ইনিংসে ভর করে প্রথম দিনের শেষে ২৬১/৬ রান বোর্ডে তুলেছে বাংলা।

গতবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন গুজরাটের বিরুদ্ধে খেলার আগে থেকেই চাপে ছিল বাংলা। কারণ জ্বরের জন্য নক-আউট পর্বের প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন বাংলা ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। বিপক্ষ দলে সামিত গোয়েল, প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল, পার্থিব প্যাটেলের মতো ব্যাটসম্যানরা থাকলেও দলের আসল শক্তি পীযূষ চাওলা ও সিদ্ধার্থ দেশাইয়ের স্পিন। তাই এই ম্যাচে সুদীপের বদলি হিসাবে ব্যাটসম্যানের বদলে একজন অতিরিক্ত স্পিনার খেলানোর স্ট্র্যাটেজি নেন বাংলার কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। বাংলার প্রথম একাদশে স্থান পান অভিষেক রামন, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, মনোজ তিওয়ারি, শ্রীবৎস গোস্বামী, অনুষ্টুপ মজুমদার, বোদৌপাল্লি অমিত, আমির গনি, অশোক দিন্দা, ঈশান্ত পোড়েল ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক। সুদীপের বদলি হিসাবে তিন নম্বরে তুলে আনা হয় গত ম্যাচে শতরান করা ঋত্বিককে। আসলে অমিত, আমির, দিন্দা ও ঈশানের ব্যাটের হাত বেশ ভাল হওয়ায় ৬ ব্যাটসম্যানে খেলার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা। কিন্তু তাদের এই স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগেনি গুজরাটি বোলারদের দাপটে। দলের বোলিং বিভাগে ভরসা করেই টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাট। এই মরশুমে বাংলার হয়ে সবচেয়ে ধারাবাহিক অভিষেক (৫) ফিরে যান শুরুতেই। এরপর ঋত্বিক (৪), মনোজ (১) ও শ্রীবৎস (৪) অল্প সময়ের মধ্যে আউট হওয়ায় চাপে পড়ে যায় বাংলা। ৫৯/৪ রান বোর্ডে তুলে রীতিমতো ধুঁকছিল দল। এখান থেকেই গুজরাটি বোলারদের পাল্টা দিলেন অভিমন্যু ও অনুষ্টুপের জুটি।

প্রথম সেশনের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার প্রধান চার ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে সমর্থকদের হাসি চওড়া করেছিল গুজরাট। কিন্তু এরপর প্রায় দু'সেশন ধরে যেভাবে ব্যাট করলেন বাংলার অভিমন্যু ও অনুষ্টুপ, মুখের হাসি মিলিয়ে যায় গুজরাটিদের। পঞ্চম উইকেটে ১৭৫ রান যোগ করে যখন অনুষ্টুপ ফিরছেন, তখন নামের পাশে ৯৪ রানের উজ্জ্বল উপস্থিতি। একটুর জন্য রঞ্জিতে টানা ৩ ইনিংসে শতরান করার বিরল কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া করলেন তিনি। অভিমন্যু (১২৯) অবশ্য নিজের শতরান সম্পূর্ণ করলেন দারুণভাবেই। দিনের শেষ বেলায় তিনি আউট না হলে আরও একটি ভাল অবস্থায় থাকত বাংলা। এদিন অপরাজিত অবস্থায় মাঠ ছাড়েন অমিত (৮) ও আমির (৬)। গুজরাটের হয়ে সবচেয়ে সফল পেসার ঈশ্বর চৌধুরি (৩/৪৯)। এছাড়া চিন্তন গাজা দু'টি এবং সিদ্ধার্থ একটি উইকেট নিয়েছেন।

প্রথম দিন গুজরাটি বোলারদের রীতিমতো শাসন করে ২৬১/৬ রান বোর্ডে তুলেছে বাংলা। এখন পুরো খেলাটাই রয়েছে বাংলার বোলারদের হাতে। দ্বিতীয় দিন লোয়ার অর্ডারে তারা যত বেশি রান জুড়বেন, শক্তিশালী ব্যাটিং সমৃদ্ধ গুজরাটের বিরুদ্ধে ততটা এগিয়ে থাকতে পারবে দল। তবে দ্বিতীয় দিন সকালে ব্যাট করাটা একেবারে সহজ হবে না। প্রথম দিন উইকেটে তাজা ভাব ও সকালের ঠান্ডা আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে বাংলার ব্যাটিং লাইন আপকে দুমড়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। দ্বিতীয় দিনেও একই কাজ করতে তৈরি থাকবেন তিনি।

কলকাতা পুরসভার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ৩৬তম বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দেশপ্রিয় পার্কে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখার্জি, দেবাশিস কুমার, তারক সিং সহ অন্যান্যরা। -অরিজিৎ গাঙ্গুলী

কোয়ার্টারে চাপে মুম্বই

নাগপুর, ৭ ডিসেম্বর: রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে কর্নাটকের বিরুদ্ধে বেশ চাপে মুম্বই। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১৭৩ রানেই গুটিয়ে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস। শেষদিকে ধবল কুলকার্নি (৭৫) রুখে না দাঁড়ালে অবশ্য আরও খারাপ দশা হত তাদের। ধবল, অখিল হেরওয়াদকর (৩২) ও সূর্যকুমার যাদব (১৪) ছাড়া মুম্বইয়ের কেউই দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। কর্নাটকের অধিনায়ক বিনয় কুমার (৬/৩৪) একাই ভাঙলেন মুম্বইকে। এছাড়া শ্রীনাথ অরবিন্দ ২টি এবং অভিমন্যু মিঠুন ও কৃষ্ণাপ্পা গৌতম ১টি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে কর্নাটকের স্কোর ১১৫/১। শিবম দুবের বলে আউট হয়েছেন ওপেনার রবি কুমার সমর্থ (৪০)। দিনের শেষে ময়াঙ্ক আগরওয়াল ৬২ ও কাউনিন আবাস ১২ রানে অপরাজিত আছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের রেকর্ড রোনাল্ডোর
কুতিনহোর হ্যাটট্রিকে শেষ ষোলোয় লিভারপুলও

মাদ্রিদ, ৭ ডিসেম্বর: রেকর্ড ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো একে অপরের সমর্থক হয়ে উঠেছে। বল পায়ে মাঠে নামলেই নতুন রেকর্ড গড়ছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। তাঁর মতই দুরন্ত ফর্মে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ৩-২ গোলে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে উড়িয়ে দিল। চলে গেল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। একইভাবে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল লিভারপুল, সেভিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, শাখতার ডোনেস্ক, বেসিকতাস, পোর্তো এবং টটেনহ্যাম হটস্পার।

এবার লা লিগায় ফর্ম হাতড়ালেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগুন ঝরাচ্ছেন রোনাল্ডো। গ্রুপের পাঁচ ম্যাচে প্রতিটিতেই গোল করেছিলেন তিনি। এদিন ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে গোল করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্যায়ের সব ম্যাচে গোল করার নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি। গ্রুপের ৬ ম্যাচে তিনি করেছেন মোট ৯টি গোল। এদিন ঘরের মাঠে শুরুতেই এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। ৮ মিনিটে ইস্কোর পাস থেকে বোরহা মেওরাল ও ১২ মিনিটে মাতেও কোভেচিচের পাস থেকে রোনাল্ডো গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। কিন্তু পিয়ের-এমরিক অবমেয়াংয়ের পায়ে ভর করে ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করে ডর্টমুন্ড। ৪৩ ও ৪৮ মিনিটে জোড়া গোল করে রিয়ালকে চাপে ফেলে দেন তিনি। তবে ৮১ মিনিটে থিও হার্নান্ডেজের পাস গোলে পরিণত করে রিয়ালকে জয় এনে দেন লুকাস ভাসকুয়েজ। ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে পরের পর্বে গেল রিয়াল। অন্যদিকে, শেষ ম্যাচে অ্যাপোয়েল নিকোসিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপ থেকে প্রথম হল টটেনহ্যাম। এদিন তাদের হয়ে গোলগুলি করেন ফার্নান্দো লোরেন্তে, হুং-মিন সন ও জর্জেস কেভিন।

এই রাউন্ডে দুরন্ত ফুটবল খেলল লিভারপুল। ঘরের মাঠে স্পার্টাক মস্কোকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। হ্যাটট্রিক করলেন ফিলিপ কুতিনহো। এছাড়া সাদিও মানে করলেন জোড়া গোল। বাকি গোল দুটি আসে রবার্তো ফির্মিনহো ও মহম্মদ সালাহর পা থেকে। ম্যান সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে নক-আউটে গেল ডোনেস্ক। এদিন তাদের হয়ে গোল দুটি করে বার্নাড ও ইসমাইলি। সিটি'র হয়ে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করেন আগুয়েরো। অন্যান্য ম্যাচে মারিবোরের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল সেভিয়া। মোনাকোকে ৫-২ গোলে হারাল পোর্তো। লিপজিগকে ২-১ গোলে পরাজিত করল বেসিকতাস।

পিসিবিকে একহাত নিলেন শার্জিল

করাচি, ৭ ডিসেম্বর: পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উদ্দেশে তোপ দাগলেন বহিষ্কৃত ক্রিকেটার শার্জিল খান। পিএসএলে গড়াপেটা করার অভিযোগে তাকে যে শাস্তি দিয়েছে পিসিবি ট্রাইব্যুনাল, তা একেবারেই অনায্য বলে দাবি করেছেন এই পাক ওপেনার। যদিও তাঁর সমস্ত কথাকে সহানুভূতি লাভের জন্য নাটক বলে চিহ্নিত করেছে সেদেশের ক্রিকেট কর্তারা।

পাকিস্তান সুপার লিগে স্পট ফিক্সিং করার অভিযোগ ওঠে শার্জিলের বিরুদ্ধে। বোর্ডের দুর্নীতি বিরোধী ট্রাইব্যুনাল এই অভিযোগের তদন্ত করে শার্জিলকে ৫ বছরের জন্য নির্বাসিত করে। প্রায় ১০ মাস পর বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলে শার্জিল বলেন, 'ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি নির্দোষ। আমি কোনও গড়াপেটার প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। আমি তদন্ত চলাকালীন পিসিবির সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। ওদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার আশা করেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, পিসিবি'র ট্রাইব্যুনাল অনায্যভাবে আমাকে বহিষ্কার করেছে।' এই শাস্তির পাল্টা হিসাবে উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করেছেন শার্জিল। পাশাপাশি তিনি চিঠি লিখেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান ও মুখ্য বিচারককেও। যদিও তাঁর এই বক্তব্যের জবাবে পিসিবি'র এক কর্তা জানিয়েছেন, 'এটা সহানুভূতি লাভের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ট্রাইব্যুনাল তাদের তদন্তে সব দিক থেকে শার্জিলকে দোষী পেয়েছে।'

এদিকে ভারত-পাক সিরিজ নিয়ে মুখ খুললেন আইসিসি'র প্রাক্তন প্রধান এহসান মানি। তিনি মনে করছেন পিসিবি ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে যে আইনি সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দু'দেশের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলবে।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা